## জাতীয় কনভেনশন

# মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম** ও **জয়ন্ত আচার্য**

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বিচার করতে হবে। এ দাবির মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে দু'দিনব্যাপী 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক জাতীয় কনভেনশন। কনভেনশনে নির্বাচন-পূর্ব ও পরবর্তীতে দেশে সংঘটিত রাজনৈতিক নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে গণতান্ত্রিক একটি সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও সারা দেশে কিভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন হয়েছে। এই বর্বরোচিত নির্যাতনের পরও জোট সরকার বলছে কিছুই হয়নি। সবই অতিরঞ্জিত। কনভেনশনের আয়োজন করেছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। কনভেনশনকে তারা দিতে চেয়েছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ। এ কারণে দলীয় ব্যানারে নয়, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সকল সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে কনভেনশনের আয়োজনের চেষ্টা করে। প্রথমে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বাম রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলে। বাম দলগুলো আওয়ামী লীগে ডাকে সাড়া দেয়নি। অথচ মানবতার বিরুদ্ধে লোমহর্ষক অপরাধ তুলে ধরার জন্য তারাও নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সুশীল সমাজের একটি অংশ কনভেনশন আয়োজনে এগিয়ে এসেছে। আবার অনেকেই সরকারের বিরাগভাজন হবার ভয়ে কনভেনশন থেকে দূরে থেকেছে। কনভেনশনে যোগ দেয়ার কথা ছিল বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার নেতাদের। শেষ পর্যন্ত কনভেনশনে যোগ দিয়েছে উত্তর আমেরিকা, বেলজিয়াম ও নেপালের চারজন মানবাধিকার নেতা। পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীরকে আসতে দেয়া হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশী প্রতিনিধিদের আসতে অসহযোগিতা করা হয়েছে বলে আয়োজকরা দাবি করেছে। এসব কারণে কনভেনশনের উদ্দেশ্য অনেকাংশে খর্ব হয়েছে। কনভেনশন পেয়েছে দলীয় রূপ। কনভেনশনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সমমনা দল নিয়ে

সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্লাটফর্ম গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কনভেনশনে এই উদ্দেশ্য একটুও সফল হয়নি। তবে কনভেনশনের কারণে জোট সরকারের মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। ফলে নানা সংকটের আবর্তে থাকা জোট সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। এ কারণে বিএনপি পাল্টা কনভেনশনের আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে।

**কনভেনশনের প্রেক্ষাপট**

পহেলা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারা দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয় অস্থিতিশীল পরিবেশ। বিভিন্ন স্থানে সরকার সমর্থক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা বিরোধী দলের ওপর চালায় ব্যাপক নির্যাতন। হত্যা, খুন, ধর্ষণ প্রতি মুহূর্তের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলতে থাকে অমানবিক নির্যাতন। বরিশালের প্রত্যন্ত জনপদ থেকে কয়েক হাজার মানুষ এসে আশ্রয় নেয় গোপালগঞ্জের রামশীলে। উল্লাপাড়া গণধর্ষণের শিকার হয় পূর্ণিমা। একদা প্রতাপশালী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এলাকা থেকে পালিয়ে আসে। নির্বাচনে ভরাডুবির কারণে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ফলে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলা আওয়ামী লীগের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। জোট সরকারের বিরুদ্ধে দেয়া কয়েকটি হরতাল ব্যর্থ হয়। জোট সরকারও মরিয়া হয়ে ওঠে আন্দোলন দমনে। পুলিশ দিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকে আওয়ামী লীগের জনসভা, পথসভা, মিছিল। কেন্দ্রীয় নেতা মতিয়া চৌধুরী ও মোহাম্মদ নাসিমকে রাজপথে ফেলে পুলিশ প্রহার করে। সারা দেশে নেতা-কর্মীদের ওপর নানা ধরনের হয়রানি মামলা দেয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় স্থানীয় নেতাদের। এমন পরিস্থিতিতে রাজপথের আন্দোলন সম্ভব নয় বলেই প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় কনভেনশনের ঘোষণা দেন। কনভেনশনের আয়োজনের জন্য একজন নিরপেক্ষ লোক খোঁজা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের শাসনামলে সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীর অনেকেই এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত কনভেনশনের আহ্বায়ক করা হয় বিচারপতি কে এম সোবহানকে। কনভেনশনের আয়োজন নিয়ে চলতে থাকে টানাপড়েন। ডিসেম্বর মাসেই কনভেনশন হবার প্রাথমিক সময় নির্ধারিত হয়। শেখ হাসিনার আমেরিকা সফর ও বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ, বুদ্ধিজীবীদের অনাগ্রহতা, জনবলের অভাবে কারণে কনভেনশনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়। গত মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলে কনভেনশনের সময় নিয়ে আলোচনা হয়। ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখ নির্ধারিত হয়। জাতীয় কনভেনশন উপলক্ষে বের করা হয়েছে কয়েকটি স্যুভেনির। নির্যাতনের আলোকচিত্র সংবলিত বই 'চাদরটি সরিয়ে দাও। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর নির্যাতনের ওপর প্রতিবেদন ও নিবন্ধ সংবলিত পুস্তিকা 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন'। কনভেনশনে সেমিনারগুলোতে উপস্থাপনা করা হয়েছে তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ।

*কনভেনশনে বক্তব্য দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা*

**কনভেনশনে ওরা যা বলল**

কনভেনশনে যোগ দিতে সারা দেশ থেকে নির্যাতিতরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সমবেত হয়েছিল। তাদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সভাকক্ষ। কনভেনশনে এসেছিল কিশোরগঞ্জের যুবলীগ নেতা কামরুজ্জামান। তিনি হাত উঁচু করে দেখালেন তার দশটি আঙুলই কেটে নিয়ে গিয়েছে নির্বাচনের পর সন্ত্রাসীরা। তিনি বললেন, আমার অপরাধ যুবলীগ করি। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি। কালীগঞ্জের শিক্ষক মাহবুবুর রহমান নির্যাতনের কাহিনী বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, নামাজ পড়তে যাচ্ছিলাম, সন্ত্রাসীরা বলল, আয় তোকে আজ জন্মের মতো নামাজ পড়াব। এরপর আমার আর নামাজ পড়া হল না। পা দুটো ভেঙে দেয়া হল। থানায় মামলা দিতে গিয়েছিলাম। থানা মামলা নিলো না। বরং আমার বিরুদ্ধেই একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হল।

ফরিদপুরের হায়দার হোসেন বললেন, স্থানীয় বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা তার দুটো চোখ তুলে নিয়ে গেছে। কারণ আমি নৌকায় ভোট দিয়েছি। তিনি বললেন, আমি শুনেছি ওরা পুলিশের সামনেই ঘোরাফেরা করে। পুলিশ ওদের ধরে না। মঞ্চে কেঁদে দিলেন নড়াইলের চম্পা। তিনি বললেন, নির্বাচনে আমি আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট ছিলাম। এ কারণে আমার ও আমার বোনকে বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা এসিড মেরেছে। বাড়িঘর লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আমাকে ওরা এখন মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। ভোলার শেফালী রানী দাসের মেয়েকে চোখের সামনে শারীরিক নির্যাতন করেছে নরপশুরা। এ কথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মিরসরাইয়ের পাঁচ বছরের শিশু হৃদয় কনভেনশনে এসে তার বাবা হত্যার বিচার চেয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি কনভেনশনে এসেছিলেন ময়মনসিংহের মেয়ে বেদানা। নির্যাতিতা বেদানা মঞ্চে উঠে আর কথা বলতে পারেনি। বেদানার পক্ষে কথা বললেন এক মানবাধিকার কর্মী। তিনি বললেন, ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের মেয়ে বেদানা। ৭ ভাই ১ বোন। নির্বাচনের সময় এলাকার লোকজন জানতো বেদানার ভাইয়েরা আওয়ামী লীগ করে। ভাইদের এই রাজনৈতিক পরিচয় বেদানার জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। ১৪ অক্টোবর রাতে জোট সমর্থক ১২/১৫ জন সন্ত্রাসী বেদানার বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীদের আক্রমণে বাড়ির সবাই পালিয়ে যায়। শুধু পালাতে পারেনি বেদানা ও তার মা। মায়ের সামনেই বেদানা ধর্ষিতা হয়। ক্ষতবিক্ষত হয় ওর শরীর।

**কনভেনশনের ঘোষণা**

জাতীয় কনভেনশন অবশ্য তার সমাপনী ঘোষণায় অনেক উঁচুগ্রামের রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কনভেনশনের ঘোষণায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

আইনের আওতায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে। দু'দিনব্যাপী কনভেনশন শেষে গৃহীত ঘোষণাপত্রে দাবি করা হয়, সকল নির্যাতিত মানুষ এবং তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও জরুরি পুনর্বাসনের সকল পদক্ষেপ অনতিবিলম্বে নিতে হবে। পাশাপাশি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের শিকার হয়েছেন যারা তাদের উদ্বেগের অংশীদার হতে এবং এসব নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে কনভেনশন থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

কনভেনশনে ছয়টি পর্বে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রবন্ধ পাঠ ও তার ওপর আলোচনা হয়। জাতীয় কনভেনশনের ঘোষণায় বলা হয়, কনভেনশন মনে করে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নৃশংসতা বন্ধ করতে হলে মানব জাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দল, মত, বিশ্বাস নির্বিশেষে প্রত্যেককেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ঘোষণায় বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং অন্য অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার তার ভৌগোলিক সীমানায় ঐসব অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়বদ্ধ। অপরাধীর দলীয় আনুগত্য এবং রাজনৈতিক পরিচিতি বিবেচনায় না এনে অপরাধকে অপরাধ হিসেবেই দেখতে হবে। এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কোনো আইনগত দুর্বলতা ও অসঙ্গতি নেই। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছার। প্রয়োজন এমন একটি সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা সংবিধানের প্রতি অনুগত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণ প্রস্তুত। কনভেনশন অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, সরকার এসব অপরাধকে আমলে নিয়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করার ইচ্ছা প্রদর্শনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশ অনুযায়ী তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে।

*এ কেমন পুলিশী রাজনীতি*

ঘোষণায় বলা হয় আদর্শগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসকে বৈধতা প্রদান করা যায় না। সন্ত্রাস জাতিসংঘ এবং সার্ক সনদে বিবৃত মৌলিক মূল্যবোধসমূহ লঙ্ঘন করে। এটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

ঘোষণায় বলা হয়, গত জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বিচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘোষণায় বলা হয়, গত বছর ১৫ জুলাই থেকে এই মানবাধিকার লঙ্ঘন, নৃশংসতা ও সন্ত্রাস শুরু হয়। বিধিবহির্ভূতভাবে গণবদলি, প্রশাসনকে বাকরুদ্ধ ও হতবুদ্ধি করে দেয়। সন্ত্রাস ব্যাপকতা লাভ করে। ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর সন্ত্রাস দানবীয় রূপ ধারণ করে। চারদলীয় জোট সরকার সন্ত্রীদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অপরাধীদের কোনোরূপ শাস্তি না দিয়ে ধারাবাহিক নির্যাতনের অবাধ অধিকার প্রদান করে। সমগ্র বাংলাদেশে এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যে যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নির্যাতন তাও স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ঘোষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের শত্রুরা কখনোই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়নি। ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতার শত্রুরাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই ক্ষুদ্র চুকক্রী দল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে। এরই ধারবাহিকতায় বর্তমানে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের মদদেই সারা দেশ জুড়ে এই মানবাধিকার ধারাবাহিকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো, সকল পর্যায়ের প্রশাসন নির্বাক দর্শকে পরিণত হয়েছে।

নিপীড়নের শিকার হয়েছেন যিনি, তিনি এমনকি তার পরিবারও আইনের আশ্রয় নেয়ার কিংবা প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কথিত অতীত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে অজুহাত বানিয়ে নির্বিচার চাকুরিচ্যুতি, গণবদলি এবং ন্যায়নীতিহীন বিভাগীয় মামলা চালু করার ফলে গোটা প্রশাসনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

কনভেনশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, একাত্তরে গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থতার ফলে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নির্যাতন, নিপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। জোটের যুদ্ধাপরাধীদের এবং যারা আজো একই ধরনের জঘন্য অপরাধ করছে, তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করতে না পারলে এই অঞ্চলে মানবতার

কনভেনশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, একাত্তরে গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থতার ফলে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নির্যাতন, নিপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। জোটের যুদ্ধাপরাধীদের এবং যারা আজো একই ধরনের জঘন্য অপরাধ করছে, তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করতে না পারলে এই অঞ্চলে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রবণতা বাড়তেই থাকবে

বিরুদ্ধে অপরাধ প্রবণতা বাড়তেই থাকবে।

ঘোষণায় আরো বলা হয়, বারবার আবেদন সত্ত্বেও সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। কনভেনশন দেশের এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়।

### বিএনপি'র বাধাদান

ক্ষমতাসীন বিএনপি অবশ্য কনভেনশন নিয়ে খুবই সমালোচনামুখর ছিল। তারা কনভেনশনে আমন্ত্রিতদের ভিসা আটকে দেয়। ফলে বিদেশ থেকে বেশ কয়েকজন উপস্থিত হতে পারেননি। কনভেনশনের প্রাক্কালে বিনেপি মহাসচিব এক সংবাদ সম্মেলন করে এই জাতীয় কনভেনশনকে বিদেশের কাছে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ বলেন, বিএনপি আহূত কনভেনশনে তাদের অপরাধকর্মের চিত্র বেরিয়ে আসবে এই ভয়ে এবং জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র ফেরাতে আওয়ামী লীগ এই কনভেনশনের আয়োজন করেছিল।

আয়োজক কমিটি কনভেনশনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণের কথা সাড়ম্বরে প্রচার করলেও, তাদের কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাড়া পায়নি। আয়োজকরা শেষ পর্যন্ত ১০টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু উত্তর আমেরিকা, বেলজিয়াম ও নেপালের দু'জন প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ কনভেনশনে উপস্থিত হননি। পাকিস্তানের প্রতিনিধি ভিসা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করায় তিনি আসতে পারেননি।

তবে আয়োজকদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল ভারত থেকে কোনো প্রতিনিধি জোগাড় করার ক্ষেত্রে। ভারতের মানবাধিকার সংগঠনের কেউ কনভেনশনের ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। আয়োজকরা শেষ পর্যন্ত আশা করেছিল যে, বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার আসবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও আসেননি। সেদিক দিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে কনভেনশন ব্যর্থ হয়েছে।

### শেখ হাসিনার সংলাপের প্রস্তাব

কনভেনশনের উদ্বোধনী বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা

*অসহায় বৃদ্ধা একাই বাড়ি পাহাড়া দিচ্ছেন*

গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবতা রক্ষা এবং সন্ত্রাস-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সংলাপ শুরু করার কথা বলেছেন। তিনি এও বলেন যে যারা হত্যা, নিপীড়নের রাজনীতি বিশ্বাস ও লালন করে তাদের কোনো দলে স্থান হওয়া উচিত নয়। অবশ্য তিনি তার দলের সন্ত্রাসীদের দল থেকে বের করে দেবেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন। রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল শেখ হাসিনার এই বক্তব্যকে তার পূর্ব অবস্থান থেকে একটু ভিন্ন বলে মনে করছে। এমনকি বিএনপিও তার এই বক্তব্যে সমঝোতার আভাস পেয়েছে। রাজনৈতিক মহল অবশ্য বলছে, কনভেনশনের পরিণতি দেখে শেখ হাসিনা তার 'একলা চল' নীতির অসাড়তা বুঝতে পেরেছেন। অবশ্য এটা কতখানি তাৎক্ষণিক, আর কতখানি সুচিন্তিত সেটা তার পরবর্তী কার্যক্রমেই বোঝা যাবে।

### পাল্টাপাল্টির কনভেনশন

বিএনপি জোট সরকারের প্রধান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশে দেয়া তার প্রথম ভাষণে সরকারের একশ' দিনের কর্মসূচি হিসাবে আওয়ামী লীগ শাসনের পাঁচ বছরে বিএনপি নেতা কর্মীদের ওপর আওয়ামী লীগ সরকারের নির্যাতনের ঘটনাবলী তুলে ধরার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিত করে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা প্রদান করেন। এর আগে নির্বাচনের সময় বিএনপি'র তরফ থেকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের বিষয়ে ভিডিও ও পোস্টারসহ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিএনপি'র নির্বাচন পরিচালকরা মনে করে যে বিএনপি'র এই প্রচারই তাদের বিপুল বিজয়ে বিশেষ সাহায্য করেছে। সুতরাং তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই প্রচার অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশেষ করে নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য বিএনপি অভিযুক্ত হলে ঐ দোষ খন্ডাতে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস-অত্যাচার নিয়ে প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য বিএনপি জোট সরকার ঐ কনভেনশনের পরিকল্পনা করে। এর পাল্টা হিসাবেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে এই কনভেনশনের ঘোষণা দেন। বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয় পক্ষই উভয়ের এই কনভেনশনের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল। আওয়ামী লীগ কনভেনশনের কথা ঘোষণা করার পর বিএনপি তাদের কনভেনশন অনুষ্ঠানের বিষয়টি পিছিয়ে দেয়। একশ' দিনের কর্মসূচিতে ঐ কনভেনশন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও তারা আওয়ামী লীগের কনভেনশনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঐ কনভেনশনের ঘোষণা দিলেও বিএনপি জোটের অন্যান্য শরিকরা এ বিষয়ে অবহিত ছিল না। তারাও কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিএনপি মহাসচিব তাদের নিয়ে বৈঠক করে অবশ্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন। জানা গেছে যে জামায়াতে ইসলাম কনভেনশনকে তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, বিশেষ করে নির্মূল কমিটির অভিযোগ খন্ডাবার কাজে ব্যবহার করতে চায়। জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের যে অভিযোগ রয়েছে এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে সেটাকেও তারা খন্ডাতে চায়। বিএনপি জামায়াতের এই দাবি মেনে নিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে কিভাবে সেটা উপস্থাপন করা হবে তা স্থির করা হয়নি। আওয়ামী লীগের কনভেনশন অনুষ্ঠানের পর বিএনপি এখন ১৫ ও ১৬ মার্চ তার ঐ কনভেনশন অনুষ্ঠিত করবে। বিএনপি জোট সরকারও তার শরিক দলগুলোকে নিয়ে এর প্রস্তুতি শুরু করেছে।